চিলড্রেন অফ হ্যাভেন

মাজিদ মাজিদি

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ
মুমিত আল রশিদ

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

মাজিদ মাজিদি— বর্তমান বিশ্ব চলচ্চিত্রাঙ্গনের এক অপরিহার্য নাম। এ প্রজন্মের ইরানি চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। তাঁর নির্মিত সিনেমার মধ্য দিয়ে ইরানের সিনেজগতে ইতোমধ্যে নিজের অবস্থান পুরোপুরি স্থায়িত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তৈরি করেছেন সিনেমার নিজস্ব ভাষা, ব্যতিক্রমী বয়ান ও স্বতন্ত্র 'সিগনেচার'। তিনি পড়াশোনা করেছেন আর্ট অ্যান্ড বিউটি বিষয়ে। প্রাক-ইসলামি বিপ্লবকালে থিয়েটারে অভিনয়ের মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে; বিশেষত মহসিন মখমলবাফের সিনেমায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ক্যামেরার সামনে আসেন। অতঃপর একপর্যায়ে নিজেই সিনেমা নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং বেশ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণ করেন। তাঁর প্রথম ফিচার ফিল্ম হচ্ছে *বাদুক* (কালোবাজারি)। সেই শুরু। এরপর অতি অল্প সময়েই তিনি ইরানের সিনেমা-জগতে অবিসংবাদিত হয়ে ওঠেন। ইরানের বিখ্যাত 'ফজর' চলচ্চিত্র উৎসব থেকে বছরের পর বছর অসংখ্য পুরস্কার নিজের করে নিতে থাকেন এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই সে দেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনের অন্যতম সেরা সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হওয়া শুরু করেন। তাঁর নির্মিত সিনেমাগুলো আব্বাস কিয়ারোস্তামি ও মহসিন মখমলবাফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে। তিনিই ইরানের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা, যার চলচ্চিত্র *বাচ্চেহায়ে আসমান* (Children of Heaven, 1997 খ্রি.) জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্র পুরস্কার অস্কারের জন্য মনোনীত হয়। তাঁর অন্যান্য চলচ্চিত্র হচ্ছে– *পেদার* (The Father, ১৯৯৬ খ্রি.), *রাংগে খোদা* (The Color of Paradise, ১৯৯৯ খ্রি.), *বারান* (Baran, ২০০১ খ্রি.), *বিদ ভা মাজনুন* (The Willow Tree, ২০০৫ খ্রি.), *অভাযে গোঞ্জেশ্‌হা* (The Song of Sparrows, ২০০৮ খ্রি.)। বিশ্বব্যাপী সাড়াজাগানো বিশাল বাজেটের চলচ্চিত্র *মোহাম্মাদ*

রাসুলুল্লাহ (Muhammad: The Messenger of God, ২০১৫ খ্রি.) নির্মাণ করেও তিনি গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন।

চিলড্রেন অফ হ্যাভেন কেবল তাঁর অন্যতম সেরা চলচ্চিত্রই নয়; বরং পুরো ইরানি চলচ্চিত্রের সেরা সম্পদগুলোর একটি। এই সিনেমা দিয়েই তিনি অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র একটি ইরানি চলচ্চিত্র অস্কার পুরস্কারের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু সিনেমা বিভিন্ন বছরে অংশগ্রহণ করে। ২০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের একটি চলচ্চিত্র অস্কারের সর্বশেষ ধাপে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগের সংক্ষিপ্ত তালিকার সেরা পাঁচ চলচ্চিত্রের মধ্যে চলে আসে। সেটিই ছিল ইরানের এই বরেণ্য পরিচালকের *চিলড্রেন অফ হ্যাভেন*। চলচ্চিত্রের গল্পে দেখা যায়– বালক আলী তার স্কুলের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সে প্রতিযোগিতায় প্রথম না হয়ে তৃতীয় হতে চায়। কারণ তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে এক জোড়া জুতো দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণেই সে অংশগ্রহণ করেছিল এবং জুতোটি সে তার বোনকে উপহার দিবে বলে মনস্থির করেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে প্রথম স্থান অধিকার করে ফেলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুরস্কার হিসেবে সে আর জুতো জোড়াটি পায় না; প্রথম পুরস্কার হিসেবে অন্য কিছু লাভ করে। চলচ্চিত্রটি আজ থেকে প্রায় ২৫-২৬ বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এদেশের অসংখ্য দর্শক একাধিকবার এটির বাংলা ডাবিং উপভোগ করেছেন।

এই অনুবাদটি সর্বপ্রথম ঐতিহ্য ঈদ বার্ষিকী ২০২৪ 'চানরাত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল, বই আকারে প্রকাশের মুহূর্তে সে কথা স্মরণ করছি।

মুমিত আল রশিদ
জানুয়ারি ২০২৫

বালক আলী জুতো মেরামতের দোকানে বসে আছে। অন্যদিকে ফেরিওয়ালার হাঁকডাক: পুরাতন জিনিসপত্র... ভাঙারি জিনিসপত্র... শুকনো রুটি... চাই... ই...

মুচি : এই নাও।

আলী : এখানে ৩০ তুমান আছে।

মুচি : তোমাকে ধন্যবাদ। বাকি টাকা নিয়ে যাও।

আলী : ধন্যবাদ। আসি।

(রুটিওয়ালার দোকান)

আলী : এখানে রাখুন।

(রুটির দোকানের সামনে হরেক রকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। আলী রুটি নিয়ে সবজি-বিক্রেতা আকবরের দোকানে যায়। মেরামত করা জুতোজোড়া ভাঙারি কার্টনগুলোর একপাশে রাখে।)

আলী : সালাম, আকবর চাচা আলু নেব।

দোকানদার আকবর : আরে বাবা, বড়গুলো না। ওই নিচেরগুলো থেকে নাও।

ফেরিওয়ালা : আসসালামু আলাইকুম আকবর ভাই। কিছু মনে করবেন না, আপনার অনুমতি নিয়ে

ওগুলো নিচ্ছি। ভাই, অনুমতি দিলে এখন যাচ্ছি। খোদা হাফেজ।

ফেরিওয়ালা : শুকনো-বাসি রুটি নিচ্ছি! শুকনো-বাসি রুটি!

আকবর দোকানদার : ৬৫ তুমান দাও।

আলী : মা খাতায় লিখে রাখতে বলেছে।

আকবর দোকানদার : মাকে বলবে খাতায় আর লেখার জায়গা নেই। কিছু টাকা যেন পরিশোধ করে যায়।

আলী : ঠিক আছে।

(এরপর আলী হন্যে হয়ে বোনের মেরামত করা জুতো খুঁজতে শুরু করল আকবর দোকানদারের ভাঙারি জিনিসপত্রের মধ্যে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না; কারণ তার অজান্তে ফেরিওয়ালা ভাঙারি জিনিসপত্রের মধ্যে বোনের জুতোজোড়াও নিয়ে গেছে!)

আকবর দোকানদার : এ... এ... একি! তুমি এটা কী করলে! এগুলো ফেলে দিলে কেন? আজব! এই ছেলে, তুমি কি অসুস্থ নাকি!

আলী : আমার বোনের জুতোজোড়া পাচ্ছি না।

আকবর দোকানদার : আমি কী জানি! ভাগো এখান থেকে। ভাগো।

আলী : আমার বোনের জুতোজোড়া এখানেই ছিল।

আকবর দোকানদার : যাও ভাগো! আজব, বেশরম কোথাকার। তুই আবার এসেছিস!

(আলীদের বাড়িতে)

বাড়িওয়ালা : তোমরা ভাড়া দিচ্ছ না কেন? পানিও তো কম খরচ করছ না। আবার দেখি কাপড়ও ধোচ্ছ!

আলীর মা : তাই বলে কি কাপড় ধুতে পারব না?

বাড়িওয়ালা : দরকার হলে ময়লা কাপড় পরবে!

আলীর মা : আপনি ময়লা কাপড় পরেন?

বাড়িওয়ালা : কার্পেট-গালিচা সব ধোয়া শুরু করেছ! লজ্জাশরম বলতে কি কিছু নাই তোমার?

আলীর মা : তাহলে আপনি কোথাও থেকে ধুয়ে আনুন।

বাড়িওয়ালা : আমার বাপের জনমেও কাউকে এত পানি খরচ করতে দেখি নাই!

আলীর মা : এক কাজ করুন, আপনি আমাদের কাপড়গুলো ধুয়ে দিন।

বাড়িওয়ালা : বুঝছি, তোমরা আমাকে ফতুর করে ছাড়বে। পাঁচ মাস ধরে ভাড়া দিচ্ছ না!

- শোনো, পানি কম খরচ করবে।

আলীর মা : আচ্ছা, আপনার বউ ময়লা কাপড় পরে?

বাড়িওয়ালা : আমি অত কিছু বুঝি না। শেষবারের মতো বলে গেলাম।

আলীর মা : বাসায় যখন কেউ থাকে না তখন আসে, কাপুরুষ কোথাকার!

- আলী, যাহ্‌রাকে বলো যেন ছোট বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আলুগুলোও যেন ছিলে রাখে।

যাহ্‌রা : আলী, আমার জুতোজোড়া এনেছ?

আলী : মা বলেছে, বাবু ঘুমিয়ে গেলে আলু ছিলে রাখতে।

যাহ্‌রা : আমি জিজ্ঞেস করেছি, আমার জুতোজোড়া এনেছ কি না।

আলী : এ... এ

যাহ্‌রা : ভালো করে সেলাই করা হয়েছে তো?

আলী : এ... এ। কোথায় যাচ্ছ?

যাহ্‌রা : দেখে আসি জুতোজোড়া মজবুত করে সেলাই করেছে কি না।

আলী : জুতোজোড়া নেই।

যাহ্‌রা : মজা করছ, তাই না?

আলী : না, খোদার কসম, সত্যি বলছি।

- আকবর চাচার দোকানে আলু আনতে গেলাম। ফিরে আসার সময় দেখি জুতোজোড়া নেই। সব জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু পাইনি।

আলী : তার মানে তুমি আমার জুতোজোড়া হারিয়ে ফেলেছ?

আলী : মাকে কিছু বলো না... আমি খুঁজে দিচ্ছি।

যাহ্‌রা : আগামীকাল কীভাবে স্কুলে যাব?

আলী : কেঁদো না। আমি এক্ষুনি খুঁজে আনছি।

যাহ্‌রা : কিন্তু তুমি তো বললে সব জায়গায় খুঁজেছ!

আলী : সব জায়গায় না। খোদার দোহাই লাগে, মাকে কিছু বলো না।

আলীর মা : আলী, আলী, কোথায় যাচ্ছ? এসো আমাকে সাহায্য করো। কীভাবে এটি মেলব?

- আলী, আলী, কোথায় যাচ্ছ?

(আলীর বন্ধুরা মহল্লার গলিতে ফুটবল খেলছে)

আলীর বন্ধু : আলী, আলী, আগামীকাল কিন্তু ঐ পাড়ার সঙ্গে খেলা আছে। আলী, কোথায় যাচ্ছ?

(মহল্লার মধ্যে অস্পষ্ট স্বরে ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যাবে)

আকবর দোকানদার : তুই আবার এসেছিস? তোকে না বললাম, এদিকে আর আসবি না? আজব বেহায়া ছেলে কোথাকার!

আলী : সালাম, সাইদ চাচা।

সাইদ চাচা : সালাম বাবা, ভালো আছ তো?

- বাসায় যাচ্ছ?

আলী : জি।

সাইদ চাচা : দাঁড়াও, একটা কাজ আছে।

- আগামী সপ্তাহে মা ফাতেমার ওফাত দিবস। এখানে চিনির বড় খণ্ড রয়েছে। বাবাকে বলবে ছোট টুকরো টুকরো করে দিতে।

আলী : ঠিক আছে।

সাইদ চাচা : সাবধানে যেও।

(আলীদের বাড়িতে)

আলীর বাবা : বাড়িওয়ালার সঙ্গে তোমার তো কোনো হিসাব-কিতাব নেই। সব হিসাব-কিতাব আমার সঙ্গে। তুমি কেন তার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করো? আমি ওর চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করব। ওর গর্দান সোজা করে ফেলব। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যে, ও কার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আচ্ছা বলো তো, তুমি কেন আমার কথায় কান দাও না? আচ্ছা ডাক্তার তোমাকে বলেনি যে, এত ভারী কাজ করার দরকার নেই? চিৎকার-চেচামেচি করবে না। কেন তুমি এত জামাকাপড় ধুতে গেলে? ঐ গালিচা পানিতে ভেজালে একশ কেজি ওজন হয়ে যায়!

- এই ছেলে, তোমার মা যখন তোমার সাহায্য চেয়েছিল, কেন তাঁকে সাহায্য করোনি?

- খানম, দাঁতে দাঁত চেপে একটু ধৈর্য ধরতে! আমি তো এসেই পড়েছিলাম। আমি নিজে এসেই সাহায্য করতাম।

- ওহে বাছাধন, এই বাড়িতে তোমার দায়িত্ব কী? হ্যাঁ? খাওয়া! ঘুম! বিকাল হলেই বাইরে চলে যাওয়া? হ্যাঁ? তুমি তো এখন আর বাচ্চা না! এখন তোমার নয় বছর চলে। আমি নয় বছর বয়সে বাবা-মাকে সাহায্য করতাম। আমাকে রাগাচ্ছ কেন! হ্যাঁ! তোমার বিবেক নেই? তোমার লাজলজ্জা নেই? তুমি কি কিছু বোঝো না?

আলীর মা : নিজেকে এত উত্তেজিত করো না।

আলীর বাবা : আমার জুটেছে সব পাগলের কারখানা।

(আলীর ছোট ভাইয়ের কান্নার শব্দ শোনা যাবে)

আলীর মা : লা, লা, লা, বাচ্চাটা আজ সারাদিন কেন জানি এমন করছে।

- যাহ্‌রা মা, তোমার বাবাকে এক কাপ চা দাও না।

আলীর বাবা : তোমার ক্লান্তি দূর হোক মা, ধন্যবাদ।

- কোম্পানিতে যদিও সারাদিন বিভিন্ন সময় চা পান করি, কিন্তু আমার যাহ্‌রা মায়ের চায়ের স্বাদ অতুলনীয়।

- যাহ্‌রা মা জান, চিনির টুকরো তো আনোনি!

যাহ্‌রা : তোমার সামনেই তো দেখি কত চিনির টুকরো, বাবা।

আলীর বাবা : না রে মা, এগুলো সব মসজিদের চিনি। অন্য লোকদের। এগুলো আমাদের কাছে আমানত।

আলীর মা : যাও মা, বৈয়ামে দুই-তিন টুকরো তালমিছরি আছে মনে হয়, এনে দাও।

আলীর বাবা : আমাদের চিনি কি শেষ হয়ে গেছে নাকি?

আলীর মা : দুই-তিনদিন যাবৎ মহল্লার দোকানদার দারিয়ানির কাছে যাচ্ছি। বলল, অর্ডার দিয়েছি কিন্তু এখনো দিয়ে যায়নি।

আলীর বাবা : ওর কথা বাদ দাও। ও রেডিওর খবর-টবর শোনে না। ও নিজে যখন ইচ্ছে নিয়ে যেতে বলে। তুমি কুপনটা বাইরে রেখো। আমি নিজেই ডিলারের কাছ থেকে চিনির টুকরো নিয়ে আসব।

আলীর মা : গালিচার নিচে আছে। নিয়ে যেও।

যাহ্‌রা : (ফিসফিস করে বলছে এবং লিখছে) আলী...এখন আমি আগামীকাল কীভাবে...জুতো ছাড়া...স্কুলে...যাব?

(আলীর মা-বাবা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে)

আলীর মা : আগামীকাল তোমার অফিসের সামনের দোকানে একটু যেও। বাচ্চার দুধ শেষ হয়ে গেছে। ওর জন্য দুধ কিনতে হবে।

আলীর বাবা : চিন্তা করবে না।

- রহিমের বউয়ের কোমর ব্যথা ছিল। অপারেশন করার পর অবস্থা আরও নাজুক হয়ে গেছে। সবাই বলে, কোমরের ব্যথা হলে অপারেশন

করা ঠিক না। মালিশ-টালিশ করে ব্যথা কমানো উচিত।

আলীর মা : তাহলে বলো, আমি কী করব? ব্যথায় তো নীল হয়ে যাচ্ছি। বাড়ির কাজও তো করতে হবে।

আলীর বাবা : ডাক্তার যেটা বলে সেটাই করা উচিত।
(আলী ফিসফিস করে যাহ্‌রার লেখার উত্তর লিখছে)

আলীর বাবা : (আলীর মাকে উদ্দেশ্য করে) তুমি কোনো কাজ করবে না। বাড়িতে বিশ্রাম নেবে। আমি ও বাচ্চারা তো আছি। সবকিছু করব।

আলীর মা : কাওকাব খানম বলল, তার স্বামীকে অপারেশন করিয়েছিল। এখন খুবই ভালো অবস্থায় আছে।

আলীর বাবা : তুমি এই অপারেশনের চিন্তা মগজ থেকে ধোলাই করে ফেলো। আমি চাই না, তুমি অকেজো হয়ে বাড়িতে পড়ে থাকো।

যাহ্‌রা : (ফিসফিস করে বলছে এবং লিখছে) আলী, তোমার সাহস কিন্তু বেড়ে গেছে। তুমি আমার জুতো হারিয়ে ফেলেছ। বাবাকে বলে দেব।

আলীর বাবা : (আলীর মাকে উদ্দেশ্য করে) ইনশাআল্লাহ, চিন্তা করো না। ওভারটাইম কাজ করব। একটি বাড়ি ভাড়া নেব, যেখানে সিঁড়ি থাকবে না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করাও যথেষ্ট কষ্ট।

যাহ্‌রা : (যাহ্‌রা আলীর লেখা ফিসফিস করে পড়ছে) যাহ্‌রা, বাবাকে বললে দুজনই মার খাব। বাবার কাছে টাকা নেই যে, তোমার জন্য নতুন জুতো কিনবে।

আলীর বাবা : (আলীর মাকে উদ্দেশ্য করে) আমার কোম্পানিতে এক বন্ধু আছে, কোমরের ব্যথা থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারের কাছে যায় না। সব রকমের ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করে।

যাহ্‌রা : (আলীকে লিখছে) তাহলে আমি কী করব?

আলীর বাবা : (আলীর মাকে উদ্দেশ্য করে) আমাকে বলে যে, আমি সবসময় ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করি।

যাহ্‌রা : (যাহ্‌রা আলীর লেখা ফিসফিস করে পড়ছে) আমার জুতোজোড়া পরে যাবে।

আলীর মা : (আলীর বাবাকে উদ্দেশ্য করে) ও আল্লাহ, কী বলব!

যাহ্‌রা : (যাহ্‌রা আলীর লেখা ফিসফিস করে পড়ছে) তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন আমি যাব।

আলী : এটা তোমাকে দিলাম।

(মহল্লার মধ্যে ফেরিওয়ালার হাঁকডাক : পুরনো প্লাস্টিকের আসবাবপত্র কিনি... পুরনো স্যান্ডেল কিনি...)

(যাহ্‌রার স্কুলে)

নারী শিক্ষক : পরের জন...

- নিলুফার তুমি...
- ফেরেশতে তুমি...
- পরের জন...
- মারিয়াম...
- পরের জন...
- পরের জন...
- পরের জন...
- ব্যথা পাওনি তো? দাঁড়াও... দাঁড়াও...

- শোনো বাচ্চারা, যে কারণে সে ভালোভাবে লাফ দিয়ে অতিক্রম করতে পারেনি, সেটি হচ্ছে তার জুতোজোড়া ভালো ছিল না। আমি তোমাদের বেশ কয়েকবার বলেছি, ব্যায়াম করার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে কেডস। দুর্ভাগ্যবশত, দেখছি তোমাদের অনেকেই সেটি পরোনি। আবার কেউ কেউ পরেছ।
- আচ্ছা বাহারেহ, এখন তোমার পালা...
- পরের জন...
- পরের জন...

(আলী গলির মাথায় বোনের ফিরে আসার অপেক্ষায়)

আলী : জলদি আসো।
- দেরি করলে কেন?
যাহ্‌রা : দেরি করলাম কোথায়! পুরো পথ দৌড়ে এসেছি।
আলী : জলদি জুতোজোড়া খোলো। স্কুলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।

(আলীদের বাড়িতে)

যাহ্‌রা : সময়মতো যেতে পেরেছিলে?
আলী : ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল, দেরি হয়ে গেছে।
- তোমাকে আরও আগে আসতে হবে।
যাহ্‌রা : আমি তো ক্লাস শেষ করেই এসেছিলাম।
আলী : আচ্ছা মাকে কিছু বলোনি তো?
যাহ্‌রা : আরে না। বলছি তো বলব না, বলব না।
- জুতোজোড়া খুব নোংরা দেখাচ্ছে!

- আমার পরতে ঘেন্না লাগে।

আলী : আবার বাহানা তৈরি করছ!

যাহ্‌রা : সত্যি বলছি। খোদার কসম। জুতোজোড়া আসলেই অনেক ময়লা।

আলী : তাহলে চলো ধুয়ে ফেলি।

আলীর বন্ধু : আলী, চল খেলি।

আলী : কাজ আছে।

আলীর বন্ধু : আরে চল তো।

আলী : না, আসতে পারব না।

আলীর বন্ধু : দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

আলী : মা অসুস্থ।

আলীর বন্ধু : ধুত্তুরি ছাই।

আলীর মা : আজ যাহ্‌রা ঘরের সব কাজ করেছে। আর আলীও সাহায্য করেছে।

আলী : রুটিও কিনেছি, সবজিও কিনেছি।

যাহ্‌রা : আমি ঘর মুছেছি, আলু ছিলেছি, সবজিগুলো পরিষ্কার করেছি।

আলীর বাবা : শাবাশ বাবারা!

- ওভারটাইমের টাকা পেলেই ইনশাআল্লাহ তোমাদের জন্য কিছু কিনব।

- বউ শোনো, তোমার কোমর ব্যথা বসে থাকলে, বিশ্রাম নিলে ভালো হয়ে যাবে। তোমার ওজনও মাশাআল্লাহ কমে গেছে। যদি এভাবে থাকো, কোথাও নড়াচড়া না করো, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা না করলে খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।

আলীর মা : আল্লাহ ভরসা।

যাহ্‌রা : আলী, আলী, আলী!

আলী : ডাকছ কেন?

যাহ্‌রা : বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে জুতোজোড়া ভিজছে। আমি বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি।

(যাহ্‌রা স্কুলে যাওয়ার পথে দোকানে হরেক রকম জুতো দেখে এবং ক্লাসে যায়।)

যাহ্‌রা : ম্যাডাম, কয়টা বাজে?

শিক্ষক : লেখার আরও সময় আছে, লেখো।

যাহ্‌রা : ম্যাডাম, আমি কি যেতে পারি?

শিক্ষক : তুমি কি লেখার জন্য সময় চেয়েছিলে, নাকি যাওয়ার জন্য?

- যাও...

বৃদ্ধ দোকানদার : কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?

যাহ্‌রা : আমার জুতো ড্রেনে পড়ে গেছে। তুলতে পারছি না।

বৃদ্ধ দোকানদার : কান্না করো না। আমি তুলে দিচ্ছি।

- যাও, তুলে নাও।

আলী : কোথায় ছিলে?

- এত দেরি হলো কেন?

- জুতো ভিজে কেন?

যাহ্‌রা : আমি আর এগুলো পরব না।

আলী : জিজ্ঞেস করেছি, ভিজে কেন?

যাহ্‌রা : ড্রেনে পড়ে গিয়েছিল।

আলী : এখন আমি কীভাবে এই ভিজে জুতো পরে স্কুলে যাব?

যাহ্‌রা : এগুলো সাইজে বড়, পায়ে দিলে খুলে পড়ে যায়।

আলী : ভালো বাহানা খুঁজে পেয়েছ, হা!

যাহ্‌রা : তুমি আমার জুতো হারিয়েছ।

- আমাকে আমার জুতো এনে দাও। না হলে বাবাকে বলে দেব।

আলী : তোমার যা মন চায় বলো। তুমি কি ভাবছ আমি ভয় পাব? বাবার কাছে এখন টাকা নেই। বাবা বাধ্য হয়ে ধারদেনা করে তোমার জুতো কিনে দেবে। এটি খুবই কষ্টের হবে।

- আমার মনে হয়, তুমি বুঝতে চেষ্টা করবে।

(আলীর স্কুলে)

হেডমাস্টার : দাঁড়াও, দেরি কেন বলো। নিচে নেমে এসো।

- কোথায় ছিলে?

- এখন স্কুলে এসেছ কেন?

আলী : স্যার, আমার বাসা অনেক দূরে।

হেডমাস্টার : বাসা দূরে নাকি রাস্তায় খেলাধুলা করে এসেছ, কোনটা?

- গতকালও দেরি করেছিলে।

- এবার ক্ষমা করে দিলাম। পরেরবার কিন্তু ঢুকতে দেব না।

আলী : জি স্যার।

হেডমাস্টার : আচ্ছা জুতো ভিজে কেন?

আলী : স্যার, ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলাম।

হেডমাস্টার : ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলে! তাহলে প্যান্ট ভেজেনি কেন?

আলী : স্যার, ছোট ড্রেন ছিল।

হেডমাস্টার : ড্রেন ছোট ছিল?

- তাহলে মোজা ভেজেনি কেন?

- এটাই শেষ সুযোগ কিন্তু, ক্লাসে যাও।

আলী : জি স্যার।

শিক্ষক : তোমরা যদি ২০% লিখে থাকো, তবে সেটি ভুল উত্তর হবে।

আলী : আসব স্যার?

শিক্ষক : আসো।

(আলীর বন্ধু চিরকুটে লিখে দিয়েছে) : আজকে শাহিনদের সঙ্গে আমাদের খেলা।

(আলী চিরকুটে লিখে দিয়েছে) : আমি আসতে পারব না। মা অসুস্থ।

আলীর বন্ধু : ফাইনাল খেলা।

শিক্ষক : কী হচ্ছে এসব?

- সবাই কি একমিনিটও চুপচাপ বসে থাকতে পারো না?

- সোজা হয়ে বসো।

- বসো, বসো।

- আচ্ছা শোনো, এতক্ষণ যারা হেসেছ, এবার কাঁদার জন্য প্রস্তুত হও।

- ১৫ জন ছাড়া সবাই ১০-এর নিচে পেয়েছ। অবশ্য ৩ জন সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। ৩ জন হচ্ছে...

- করিম নানভা।

- আলী মন্দেগার।

- সালমান নাজাফি।

- যে ৩ জনের নাম বলেছি, তারা যেন ক্লাস শেষে থাকে। তাদের সঙ্গে কথা আছে।

(গলির মধ্যে)

আলী : যাহ্‌রা, যাহ্‌রা!

- এত ডাকাডাকি করলাম, তারপরও থামলে না কেন?

- কোথায় যাচ্ছ?

যাহ্‌রা : কোবরেহ খানম চাচির বাসায় যাচ্ছি। আমাদের শিন্নি দিয়েছিল, বাটি ফেরত দিতে যাচ্ছি।

আলী : এখনো আমার ওপর রেগে আছ?

- এটা সুন্দর না?

যাহ্‌রা : কোথায় পেলে?

আলী : স্যার আমাকে উপহার দিয়েছেন।

- এটা তোমাকে দিলাম। নাও, ধরো তো।

যাহ্‌রা : এটা আসলেই আমার! আমার নিজের?

আলী : হ্যাঁ।

যাহ্‌রা : আমি মাকে কিন্তু কিছু বলিনি।

আলী : আমি জানতাম।

যাহ্‌রা : এখনই বাটি দিয়ে আসছি।

(আলীদের বাড়িতে)

আলীর মা : আলী বাবা, ঐ ট্রে-টা নিয়ে আসো।

- এই স্যুপ কোবরেহ চাচিকে দিয়ে আসো।

কোবরেহ চাচির স্বামী : কে?

আলী : আমি আলী। আপনাদের জন্য স্যুপ এনেছি।

কোবরেহ চাচির স্বামী : দরজা খোলা আছে, ভেতরে আসো বাবা।

আলী : সালাম।

কোবরেহ চাচির স্বামী : সালাম, আলী জান, কী দরকার ছিল কষ্ট করার। ধন্যবাদ।

- তোমার বাবা ভালো আছেন?

আলী : জি চাচা।

কোবরেহ চাচির স্বামী : বেঁচে থাকো বাবা।

কোবরেহ চাচি : আলী জান, তোমার মায়ের এত কষ্ট করার দরকার ছিল না।

আলী : নাহ্ চাচি, কী যে বলেন!

কোবরেহ চাচির স্বামী : তোমার মা কেমন আছেন?

আলী : মা ভালো আছে, মন্দ না।

কোবরেহ চাচি : ভালো আছে?

আলী : হ্যাঁ।

কোবরেহ চাচি : আমার সালাম পৌঁছে দিও।

আলী : জি অবশ্যই।

কোবরেহ চাচি : আবারও ধন্যবাদ।

কোবরেহ চাচির স্বামী : আলী জান, যেও না, একমিনিট দাঁড়াও। তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। এই নাও ধরো।

আলী : আরে নাহ্, লাগবে না।

কোবরেহ চাচির স্বামী : আরে ধরো।

আলী : আরে না, চাচা।

কোবরেহ চাচির স্বামী : নাও, বাবা। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

- তোমার বাবাকে সালাম দিও।

(যাহ্‌রার স্কুলে ক্লাস শুরুর পূর্বে পিটি হচ্ছে এবং পিটির পর হেডমিস্ট্রেস বক্তব্য দিচ্ছেন।)

হেডমিস্ট্রেস : পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী। তোমাদের জন্য বেশ কয়েকটি সতর্কতামূলক উপদেশ আছে। পরীক্ষার আগের রাতগুলোতে তোমরা ভালো ফলাফলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকো। তবে আরও বেশি চেষ্টা করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট রুটিন থাকা উচিত। আমি তোমাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলব, যেন একটি সুন্দর পড়ার রুটিন করে দেয়, যার মাধ্যমে তোমরা খুব সহজে নিজেদের পড়াগুলো শেষ করতে পারো। তোমরা কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকবে না। টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখবে না। তোমরা বাসায় অল্প সময় বিশ্রাম নেবে এবং ঐ সময়ে কার্টুন উপভোগ করতে পারো। মূল কাজ হচ্ছে, শুধু নিজেদের পড়াশোনা। তোমাদের মাকে বলবে যেন, পরীক্ষার পড়াগুলো শেষ হলে তোমাদের নিকট ঐ পড়াগুলো জিজ্ঞেস করে। পড়াগুলো জিজ্ঞেস করার পর নিশ্চিন্তে ঘুমাবে।

আরেকটি বিষয়, পূর্বেও তোমাদের বলেছি, হাত ও পায়ের নখ অবশ্যই ছোট রাখতে হবে। সপ্তাহে একবার নিজেদের নখ কাটবে। শুক্রবার যেহেতু বন্ধ, ওইদিনে নখ কাটবে। শনিবার আমি দেখতে চাই যে, তোমাদের নখগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কেননা নখের মধ্যে জীবাণু